শিবসূত্র

বসুগুপ্ত

ভূমিকা

বৈদিক দর্শনে শৈব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। শৈব দর্শনের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অন্যান্য দর্শন থেকে একেবারেই ভিন্ন, বিস্তৃত এবং গভীর। এই শিব-সূত্র গ্রন্থের সরলার্থ বোধক ভাষা টীকার মাধ্যমে, সূত্রগুলির গোপন রহস্যগুলো সাধারণ ভক্তদের জন্য উন্মোচিত করা হয়েছে। শৈব-সূত্রগুলি কাশ্মীর দেশে উদ্ভূত হওয়ার কারণে " কাশ্মীর-সূত্র" নামেও পরিচিত। কাশ্মীর দেশে "শঙ্করোপল" নামক শিলাখন্ডে খচিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এর রচনা হয় | শৈব-সূত্রের রচয়িতা আচার্য বসুগুপ্ত কে শ্রী শঙ্কর ভগবান উপদেশ দেন। বসুগুপ্ত থেকে কল্লটাচার্য এবং কল্লট থেকে ভাস্করাচার্য এই গভীর দার্শনিক তত্ত্ব জেনেছিলেন |

এই গ্রন্থে শাম্ভব ,শাক্ত এবং আণব এই তিনটি প্রকরণ রয়েছে । প্রথম প্রকরণ বাইশটি , দ্বিতীয় প্রকরণে দশটি, তৃতীয় প্রকরণে ছেচল্লিশটি সূত্র আছে | একটি সূত্র দুইবার দুইস্থানে উল্লেখিত হওয়ায় সর্বমোট সূত্রের সংখ্যা ৭৭ টি |

১ - শাম্ভবোপায়

চৈতন্যমাত্মা । ১-১।
জ্ঞানং বন্ধঃ । ১-২।
যোনিভর্গঃ কলাশরীরাম্ । ১-৩।
জ্ঞানাধিষ্ঠানং মাতৃকা । ১-৪।
উদ্যমো ভৈরবঃ । ১-৫।
শক্তিচক্রসন্ধানে বিশ্বসংহারঃ । ১-৬।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তভেদে তুর্যাভোগসংভবঃ । ১-৭।
জ্ঞানং জাগ্রত্ । ১-৮।
স্বপ্নো বিকল্পাঃ । ১-৯।
অবিবেকো মায়াসৌষুপ্তম্ । ১-১০।
ত্রিতয়ভোক্তা ভীরেশঃ । ১-১১।
বিস্ময়ো যোগভূমিকাঃ । ১-১২।
ইচ্ছা শক্তিরুমা কুমারী । ১-১৩।
দৃশ্যং শরীরম্ । ১-১৪।
হৃদয়ে চিত্তসংঘট্টাদ্ দৃশ্যস্বাপদর্শনম্ । ১-১৫।
শুদ্ধতত্ত্বসন্ধানাদ্ বা আপশুশক্তিঃ । ১-১৬।
বিতর্ক আত্মজ্ঞানম্ । ১-১৭।
লোকানন্দঃ সমাধিসুখম্ । ১-১৮।
শক্তিসন্ধানে শরীরোৎপত্তিঃ । ১-১৯।
ভূতসন্ধান ভূতপৃথক্ত্ব বিশ্বসংঘট্টাঃ । ১-২০।
শুদ্ধবিদ্যোদয়াচ্চক্রেশত্ব সিদ্ধিঃ । ১-২১।
মহাহ্রদানুসন্ধানান্মন্ত্রবীর্যানুভবঃ । ১-২২।

২- শাক্তোপায়

চিত্তং মন্ত্রঃ । ২-১।
প্রয়ত্নঃ সাধকঃ । ২-২।
বিদ্যাশরীরসত্তা মন্ত্ররহস্যম্ । ২-৩।

গর্ভে চিত্তবিকাশো'বিশিষ্ট বিদ্যাস্বপ্নঃ । ২-৪।
বিদ্যাসমুত্থানে স্বাভাবিকেঃ খেচরী শিবাবস্থা । ২-৫।
গুরুরুপায়ঃ । ২-৬।
মাতৃকাচক্রসম্বোধঃ । ২-৭।
শরীরং হবিঃ । ২-৮।
জ্ঞানং অন্নম্ । ২-৯।
বিদ্যাসংহারে তদুত্ত শ্বপ্নদর্শনম্ । ২-১০।

৩- আণবোপায়

আত্মা চিত্তম্ । ৩-১।
জ্ঞানং বন্ধঃ । ৩-২।
কলাদীনার্ম তত্ত্বানাম্ অবিবেকো মায়া । ৩-৩।
শরীরে সংহারঃ কলানাম্ । ৩-৪।
নাড়ী সংহার ভূতজয় ভূতকৈবাল্য ভূতপৃথক্ত্বানী । ৩-৫।
মোহাভরণাত্ সিদ্ধিঃ মোহাভরণাত্ । ৩-৬।
মোহজয়াদ্ অনন্তাভোগাত্ সহজবিদ্যাজয়ঃ অনন্তাভোগাত্ । ৩-৭।
জাগ্রদ্ দ্বিতীয়করঃ । ৩-৮।
নর্তক আত্মা । ৩-৯।
রঙ্গো'ন্তারাত্মা । ৩-১০।
প্রেক্ষকাণীন্দ্রিয়াণি । ৩-১১।
ধীবশাত্ সতঃসিদ্ধিঃ ধীবশাত্ । ৩-১২।
সিদ্ধঃ স্বতন্ত্রভাবঃ । ৩-১৩।
যথা তত্র তথান্যত্র । ৩-১৪।
বিশর্গস্বভাব্যাদ্ অবহিঃ স্থিতেস্টৎস্থিতিঃ । ৩-১৫।
বীজাবধানম্ । ৩-১৬।
আসনস্থঃ সুখং হ্রদে নিমজ্জতি । ৩-১৭।
স্বমাত্রা নির্মাণং আপনযতি । ৩-১৮।
বিদ্যা অবিনাশে জন্ম বিনাশঃ । ৩-১৯।
কবর্গাদিষু মাসেশ্বর্যাদ্যাঃ পশুমাতরঃ । ৩-২০।
ত্রিষু চতুর্থং তৈলবাদাসেচ্যম্ । ৩-২১।
মগ্নঃ স্বচিত্তেন প্রবিশেত্ । ৩-২২।
প্রাণ সমাচারে সমদর্শনম্ । ৩-২৩।
মধ্যে'বর প্রসবঃ । ৩-২৪।
মাত্রাস্বপ্রত্যয় সংধান নষ্টস্য পুনরুত্থানম্ । ৩-২৫।
শিবতুল্যো জায়তে । ৩-২৬।
শরীরবৃত্তির্ব্রতম্ । ৩-২৭।
কথা যপঃ । ৩-২৮।
দানং আত্মজ্ঞানম্ । ৩-২৯।
যো'বিপস্থো জ্ঞাহেতুশ্চ । ৩-৩০।
স্বশক্তি প্রচয়'স্য বিশ্বম্ । ৩-৩১।
স্থিথিলযৌ । ৩-৩২।
তৎ প্রবৃত্তাবপ্যনিরাসঃ তৎ প্রবৃত্তাবপ্যনিরাসঃ সংবেত্তৃভাবাত্ । ৩-৩৩।
সুখ দুঃখযোর্বহির্মননম্ । ৩-৩৪।

তদ্বিমুক্তস্তু কেভলী | ৩-৩৫।
মোহপ্রতিসংহতস্তু কর্মাত্মা | ৩-৩৬।
ভেদ তিরস্কারে সর্গান্তর কর্মত্বম্ | ৩-৩৭।
করণশক্তিঃ স্বতো'অনুভবাত্ | ৩-৩৮।
ত্রিপদাদ্যানুপ্রাণনম্ | ৩-৩৯।
চিত্তস্থিতিবৎ শরীর চিত্তস্থিতিবৎ করণ বাহ্যেষু | ৩-৪০।
অভিলাষাদ্বহির্গতি: সংবাহ্যস্য | ৩-৪১।
তদারূঢ়প্রমিতেসত্তক্ষয়াজ্জীবসংক্ষয়ঃ | ৩-৪২।
ভূতকঞ্চুকী তদা বিমুক্তো ভূয়ঃ পতিসমঃ পরঃ | ৩-৪৩।
নৈসর্গিকঃ প্রাণসংবন্ধঃ | ৩-৪৪।
নাসিকান্তর্মধ্য সংযমাত্ কিমত্র সংযমাত্ সব্যাপসব্য সৌষুম্নেষু |৩-৪৫।
ভূয়ঃ স্যাৎ প্রতিমীলনম্ | ৩-৪৬।

ওঁ তৎ সৎ

বাংলা অনুবাদ:

প্রথম প্রকরণ-শাম্ভবোপায়

আত্মাই চেতনা প্রদান করে, তাই তাকে চেতন বলা হয়। চেতনার স্বরূপই হল চৈতন্য, এবং এটি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। শরীর, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সমষ্টি বা পৃথক পৃথকভাবে এগুলি আত্মা নয়; বরং যাতে এগুলির প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ যাতে এগুলি প্রকাশ পায়, সেই আত্মাই হল এগুলিকে প্রকাশকারী এবং এগুলি থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক চৈতন্যস্বরূপ। যদি আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ হয়, তবে বন্ধন কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—

জ্ঞানই বন্ধন। চৈতন্য হল সেই শক্তি যা চেতনা প্রদান করে। চেতনার স্বরূপই হল চৈতন্য, এবং এটি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। শরীর, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সমষ্টি বা পৃথক পৃথকভাবে এগুলি আত্মা নয়; বরং যাতে এগুলির প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ যাতে এগুলি প্রকাশ পায়, সেই আত্মাই হল এগুলিকে প্রকাশকারী এবং এগুলি থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক চৈতন্যস্বরূপ। যদি আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ হয়, তবে বন্ধন কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—

মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সংযোগে যে বৃত্তিরূপ জ্ঞান জন্মে, তা আত্মা অনুভব করে। মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সংযোগে যে বৃত্তিরূপ জ্ঞান জন্মে, তা আত্মা অনুভব করে। এই জ্ঞানই বন্ধন নামে পরিচিত। কেউ কেউ আত্মা শব্দের আগে 'অ'কার যোগ করে 'অজ্ঞান'কে বন্ধন বলে থাকেন।এই জ্ঞানই বন্ধন নামে পরিচিত। এই বন্ধন তিন প্রকারের, যা পরবর্তী সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যোনি, কলা ও শরীর—এই তিনটি মল। এই জ্ঞানসমূহ থেকে বিমুক্ত হলে বন্ধনও বিমুক্ত হয়। এই বন্ধন তিন প্রকারের:
১. যোনি অর্থাৎ মায়ামল,
২. আবরণাত্মক আণবমল, যা নিজের স্বরূপকে আবৃত করে,
৩. কলা, যা পঞ্চভূতের বিস্তার ও ভোগ প্রদানকারী সংস্কার। এই কলাই পুণ্য-পাপাত্মক মল, যা থেকে শরীরের উৎপত্তি হয়। এই বন্ধনগুলিকেই জ্ঞান বলা হয়। এগুলির সমষ্টিই এখানে 'বর্গ' পদে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ঞানের আধার হল মাতৃকা। পূর্বোক্ত জ্ঞানগুলির আধার হল মাতৃকা—অর্থাৎ 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত শব্দময়ী বর্ণমালা। শব্দই ব্রহ্ম, এ কথাও বলা হয়েছে।

উক্ত হয়েছে—
"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবদ্ধমবিজ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে।"
(বাক্যপদীয়)

এই বিশ্বে এমন কিছুই নেই যা শব্দের অনুগত নয়। শব্দের দ্বারা আবদ্ধ এই সমগ্র বিশ্ব শব্দের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই মাতৃকার মাধ্যমেই অন্তরানুসন্ধানের দ্বারা বহুমুখী জ্ঞান জন্মে, এবং এটিই বন্ধন।

বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় হল উদ্যম বা প্রচেষ্টা। এই উদ্যমকে ভৈরব বলা হয়। বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য পূর্ণাহুতির ভাব, অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্মস্বরূপ" এই জ্ঞান প্রয়োজন। এই জ্ঞানই কল্পনাকে নাশ করে এবং অন্তঃস্পন্দরূপে প্রকাশ পায়, তাই একে ভৈরব বলা হয়। "ভৈরবোহম্, শিবোহম্" (আমিই ভৈরব, আমিই শিব) এই প্রথা অনুসারে।

এই উদ্যমের ফল হল শক্তিচক্রসন্ধান। ভৈরবের মধ্যে এক মহান শক্তি বিদ্যমান, যাকে ভৈরবী বলা হয়। এই শক্তির প্রসূত স্থলে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে বিশ্বের সংহার বা লয় ঘটে। অর্থাৎ, বিশ্বের সমস্ত কিছুই ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হয়ে যায়।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুপ্তি—এই তিন অবস্থার ভেদ থাকলেও তুরীয় ভোগ (চতুর্থ অবস্থা) সম্ভব হয়। এই তুরীয় ভোগ হল পরমানন্দের অনুভূতি। এই অবস্থায় ভেদ থাকলেও অভেদজ্ঞান নিত্য ও নিরন্তরভাবে বিদ্যমান থাকে।

জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির ও বিষয়ের সাথে সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে জাগ্রত জ্ঞান বলা হয়।

স্বপ্ন হল কল্পনা। মন থেকে উৎপন্ন অসাধারণ বিষয়-কল্পনাই স্বপ্ন। অর্থাৎ, আত্মার মধ্যে নিজের দ্বারা উৎপন্ন কল্পনাই স্বপ্ন।

অবিবেক হল মায়া, যা সুপ্তি নামে পরিচিত। আত্মাকে বিস্মৃত হওয়ার যে অবিবেক, তা মায়াত্মক এবং এই অবস্থাই সুপ্তি। অবিবেক অর্থাৎ বিবেচনার অভাবই হল অজ্ঞান, এবং এটিই মায়াময় সুপ্তি।

এই তিন অবস্থায় (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি) র মধ্যে যে তুরীয় আনন্দের আস্বাদন করে, সেই হল বীর। বাহ্য ও অন্তঃপ্রসারণশীল ইন্দ্রিয়গুলিকে ভেদ-বন্ধনে আবদ্ধ করার যে শক্তি, তার অধীশ্বর হল এই বীর।
শ্রী গৌড়পাদ বলেছেন—
"ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্তিতম্।
বিদ্যাত্তদুবয়ং বস্তু সম্ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে।"

অর্থাৎ, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুপ্তি—এই তিন অবস্থায় যা ভোগ্য এবং যিনি ভোক্তা, তিনি (যোগী)এই দুটিকে জানেন এবং তিনি ভোগ করেও ভোগে লিপ্ত হন না।

আনন্দ লাভ করে মানুষ যেমন বিস্মিত হয়, তেমনই যোগীরা নিরন্তর অদ্ভুত পরমানন্দের বা পারমার্থিক আনন্দ অনুভূতি লাভ করেন। এটি হল যোগ। আত্মায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন হয়ে এই অবস্থা লাভ করা যায়। এটি একটি অলৌকিক বিষয়, যা পরমতত্ত্বের অভ্যন্তরীণ রূপ।

পারমার্থিক আনন্দ লাভের যোগ হল যোগীর বিস্ময়ের রূপ। আনন্দ প্রাপ্তির পর মানুষ যেমন বিস্মিত হয় বা এক বিশেষ অবস্থা লাভ করে, তেমনই যোগীরা নিরন্তর এই বিস্ময়কর পরমানন্দের অনুভূতি লাভ করেন। এটি হল যোগ | পরমতত্ত্বের সাথে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে এই বিশ্বের অন্তর্নিহিত রূপ প্রকাশ পায়, যা একটি অলৌকিক বিষয়।

পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত যোগীর ইচ্ছাশক্তি পরমেশ্বরীর মতো স্বাধীনস্বরূপা এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে নিয়োজিত। তাকে উমা কুমারী বলা হয়। 'কু' অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশকারী হওয়ায় তাকে কুমারী বলা হয়, কারণ তার স্বরূপ অজ্ঞানবিনাশী।

যোগীর নিকট সমগ্র বিশ্ব চরাচর দৃশ্য শরীরে পরিণত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান যোগীর হৃদয়ে পরিণত হয়। চিত্তের সংযোগে বিভিন্ন দৃশ্য স্বপ্নের মতো অনুভূত হয়।

এর ফলে শুদ্ধতত্ত্বের, অর্থাৎ শিবাত্মক ভাবনার মাধ্যমে বন্ধনাত্মক পাশবিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যোগী সদাশিবের মতো জগত্পতি হয়ে ওঠেন।

বিচার হল আত্মজ্ঞান। "আমিই বিশ্বাত্মা শিব" — এইভাবে চিন্তা করলে যোগী আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। "আমিই বিদ্বান আত্মা" — এই চিন্তাই বিচার নামে পরিচিত।

যোগীর পরম আনন্দ হল সমাধিসুখ। "আমিই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন" — এইভাবে অনুভব করে যোগী পরমানন্দে নিমজ্জিত হন এবং সমাধিসুখ লাভ করেন। যোগী নিজেকে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে দেখেন এবং "আমিই সর্বরূপ" — এইভাবে পরম আনন্দে সমাধিসুখ প্রাপ্ত হন। সাধারণ প্রাণীদের মধ্যে গ্রাহ্য ও গ্রাহকের সম্পর্ক থাকলেও যোগী এই সম্পর্কে সতর্কভাবে আত্মভাব রক্ষা করেন।

যোগীর ইচ্ছাশক্তি পরমেশ্বরীর মতো স্বাধীনস্বরূপা এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে নিয়োজিত। অজ্ঞান বিনাশী শক্তির অনুসন্ধানের মাধ্যমে যোগী তন্ময় হয়ে ওঠেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী শরীর ধারণ করতে পারেন।

ভূতসন্ধান, ভূতপৃথকীকরণ ও ভূতসংযোগ। (এখানে শরীর ও ব্রহ্মের পৃথক হওয়া এবং আত্মার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ বোঝানো হয়েছে)এইরূপ যোগী অনুসন্ধানের মাধ্যমে পঞ্চভূতে আত্ম ভাব লাভ করেন, যার ফলে ভূতগুলি আর আবরণরূপে থাকে না। ভূতগুলির পৃথকীকরণ এর মাধ্যমে নানাবিধ ব্যাধি ও ক্লেশকে শান্ত করে যোগী নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন।

যোগী যখন দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করে এবং "আমিই বিশ্বাত্মক রূপ, আমিই সিদ্ধ" এই ইচ্ছা করে, তখন "আমিই সমগ্র বিশ্ব" — এইরূপ নির্মল বুদ্ধি উদিত হয়। এর মাধ্যমে তিনি চক্রেশ্বরত্ব লাভ করেন এবং মহৈশ্বর্য প্রাপ্ত হন। "ঈশ্বরো বহির্মেষো নিমেষোঽন্তঃ সদাশিবঃ" — অর্থাৎ, "এই সবই আমি" — এই বুদ্ধিই হল শুদ্ধবিদ্যা।

মহাযোগী যখন জাগতিক অবস্থা অতিক্রম করে পরম আত্মায় নিমগ্ন হন, তখন দেশ-কালাদি থেকে অবিচ্ছেদ্য জগদ্ব্যাপী মহাহৃদয়ের অনুসন্ধানে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার অনুভব লাভ করেন। স্বচ্ছ আবরণরহিত ও গভীর হওয়ার কারণে যা মহান হৃদয় পরম করুণাময় পরমাত্মা নামে পরিচিত। এর অনুসন্ধানে পরমব্রহ্ম অনুভূতি হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ - শাক্তোপায়

তীব্র শক্তিপ্রাপ্ত সাধকদের জন্য পূর্ব প্রকরণ এ তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখন মধ্যম অধিকারীদের জন্য তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির পথ বর্ণনা করা হবে।

চিত্ত ই মন্ত্র এর শক্তি। বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ব আলোচনাতেই মন্ত্রের স্বচ্ছতা। তাই এখন মন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে—যে চিন্তা দ্বারা আত্মতত্ব চিন্তা করা হয়, তাই চিত্ত। সেই চিত্তই আত্ম অথবা ব্রহ্মস্বরূপের মানসী চিন্তনের কারণে মন্ত্র নামে পরিচিত। বলা হয়েছে—

স্বাত্মানুভবরূপত্বাৎ স মন্ত্র ইতি গীয়তে।

অর্থাৎ, স্বাত্মানুভব (মন্ত্রের মাধ্যমে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ) হওয়ার কারণে তাকে মন্ত্র বলা হয়।

মন্ত্রসাধনায় নিযুক্ত সাধকদের বারবার বাহ্য বৃত্তির সংহরণ এবং শিবতত্বে সংযোগই হল প্রয়ত্ন যা পরমাত্মার সহিত আত্মার সংযোগ লাভের মাধ্যম |

বিদ্যাশরীরের সত্তাই(আধাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে ব্রহ্ম সান্নিধ্য)মন্ত্রের রহস্য। পরমাত্মার সংবেদনরূপী বিদ্যার শরীর হল সমস্ত শব্দরাশি। তার অল্পাহন্তা ও পূর্ণাহন্তা সত্তা। এর স্ফুরণই মন্ত্রের গুপ্তার্থের উৎপাদক, এটাই রহস্য।

গর্ভে চিত্তের বিকাশ হল অবশিষ্ট মায়াবিদ্যার স্বপ্নদৃষ্ট রূপ। পূর্বে উল্লিখিত যা মহেশ্বরের ইচ্ছায় যোগী অনুভব করতে পারেন। মহামায়া শক্তির গর্ভে চিত্তের বিকাশ হল অশুদ্ধ বিদ্যা, যা স্বপ্নরূপ অর্থাৎ কল্পনা-প্রত্যয়াত্মক।

মহামায়া শক্তির গর্ভে চিত্তের বিকাশ হল অশুদ্ধ বিদ্যা। এটি স্বপ্নরূপ, অর্থাৎ কল্পনা-প্রত্যয়াত্মক। পূর্বে উল্লিখিত মন্ত্রবীর্য, যা মহাহৃদয়ের অনুসন্ধানের রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা মহেশ্বরের ইচ্ছায়ই হৃদয়গম্য হয়।

শিবের ইচ্ছায় পরমাত্মার সংবেদনরূপ স্বাভাবিক সংবেদনের উত্থান হয়। পূর্ণানন্দের উচ্ছ্বাসকারিণী মুদ্রা হল খেচরী শিবাবস্থা। "খে" অর্থাৎ আকাশে "চরতি" অর্থাৎ বিচরণ করে বলে একে খেচরী বলা হয়। "মু" অর্থাৎ আনন্দ দানকারিণী বলে একে মুদ্রা বলা হয়। এটি বিশ্বাতীত মুদ্রা, যা যোগী দ্বারা সম্যকভাবে অনুভূত হয়।

গুরু হল উপায়। মন্ত্র ও মুদ্রার প্রাপ্তির জন্য যে উপদেশ দেন, তিনিই গুরু। তার মাধ্যমেই শাম্ভবী শক্তি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরানুগৃহীত পরাশক্তিই গুরু; অর্থাৎ, শিবস্বরূপই গুরু।

ঈশ্বরানুগৃহীত পরাশক্তির প্রাপ্তির উপায় হল গুরু। গুরুর কৃপায় মাতৃকা চক্রের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। বাচ্য-বাচকাত্মক বিশ্বের সৃষ্টিকারী মন্ত্রগুলিরও মূল কারণ হল মাতৃকা। মাতৃকার জ্ঞান থেকে যা হয়, তা বর্ণনা করা হল—

শরীর হল যজ্ঞের হবিষ্য। এইভাবে অনুগৃহীত যোগীর স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর চিদাগ্নির আহুতি হয়ে যায়।

জ্ঞান হল অন্ন। তখন বোধের ঊর্ধ্বপ্রকাশ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, এবং যোগীর পূর্বে উল্লিখিত তিন প্রকার জ্ঞানরূপ বন্ধন অন্ন অর্থাৎ অগ্নিতে ভক্ষিত হয়; অর্থাৎ, যোগাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়।

যখন পরমাদ্বৈতানুভবরূপা বিদ্যার উত্থান হয় না, তখন ভেদনিষ্ঠ স্বপ্ন, অর্থাৎ কল্পনার দর্শন হয়। এই কারণে যোগী বিদ্যার ধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকেন।

তৃতীয় প্রকরণ- আণবোপায়

উপরে উল্লিখিত দুই উন্মেষে শিব ও শক্তি সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন আত্মায় অনাত্মা (দেহ, বুদ্ধি ইত্যাদি) এবং অনাত্মায় আত্মার ভাব কীভাবে উৎপন্ন হয়, এই দুটির প্রবর্তক অণুস্বরূপ আত্মার বিশ্লেষণ করা হবে। এর প্রথম সূত্র হল—

বিশ্বস্বভাবভূত আত্মাই নিজের স্বতন্ত্র চিত্তশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে ,বিশ্বস্বভাবভূত আত্মাই বুদ্ধির ক্রিয়ার সংকুচিত রূপে জড়চিত্তে পরিণত হয়।

অণুরূপ আত্মা কীভাবে যাতায়াত করে, এই সম্পর্কে পরবর্তী সূত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

আত্মার স্বরূপের সংকোচনে ভেদাভাস রূপ যে জ্ঞান হয়, তাই বন্ধন। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের মধ্যে অবস্থানকারী বেত্তা (জ্ঞানী) এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে দেহী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।
বন্ধনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

কঞ্চুক(আবরণ) রূপ দেহে অবস্থিত কলা থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণের অভাবই হল অবিবেক। এরই অন্য নাম মায়া, অর্থাৎ তত্ত্বগুলির অজ্ঞানরূপ প্রপঞ্চ (মতিভ্রমকে) মায়া বলা হয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরে কলা অর্থাৎ তত্ত্বভাগ (পৃথিবী থেকে শিব পর্যন্ত তত্ত্বগুলি) যোগী শরীরাগ্নিতে ভস্মীভূত করেন লয় ভাবনার মাধ্যমে।

নাড়ীসংহার, ভূতজয়, ভূতকৈবল্য ও ভূতপৃথক্ত্ব। নাড়ীগুলি (প্রাণবাহিনী নাড়ী, যেমন সুষুম্না) সংহারের ভাবনা, ভূতগুলির জয় (ভূতজয়) ও বশীভূতকরণ, ভূতকৈবল্য (চিত্তকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে আত্মায় বশীভূত করা), এবং ভূতপৃথক্ত্ব (ভূতে আসক্ত চিত্তকে আত্মায় অনুরক্ত করে স্বচ্ছতা বা মুক্তি সম্পাদন) এইগুলি ভাবনা করা উচিত।

মোহাবরণ থেকে সিদ্ধি। শাম্ভবোপায় দ্বারা লব্ধ সিদ্ধি প্রযত্নসাধ্য নয়, কিন্তু আণবোপায় দ্বারা লব্ধ সিদ্ধি প্রযত্নসাধ্য। এই হল পার্থক্য। এইভাবে দেহশুদ্ধি থেকে শুরু করে সমাধি পর্যন্ত সাধনার মাধ্যমে যে সিদ্ধি লাভ হয়, তা মোহাবরণ থেকে হয়, আত্মজ্ঞান থেকে নয়। যোগসূত্রেও বলা হয়েছে— "ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" (ব্যুত্থানে সিদ্ধি)। আণবোপায় ও শাম্ভবোপায় উভয়ের সিদ্ধি একই ধরনের হলেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, এবং এগুলি মোহে নিমজ্জিত করে। আত্মজ্ঞানে এগুলির কোনো উপযোগিতা নেই। এই কারণে মোহকে নিবৃত্ত করার উপদেশ দেওয়া হয়—

যোগী যখন মোহকে জয় করে, তখন অনন্তস্বরূপ প্রভার বিস্তার ঘটে এবং এর মাধ্যমে সহজবিদ্যার জয় লাভ হয়।

পূর্ণাহন্তার দ্বিতীয় কর হল বিশ্বের বিভিন্ন রূপ এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার গভীর বিশ্লেষণ বা উপলব্ধি, (কারণ প্রভা প্রথম কর এবং বিশ্লেষ্মণ দ্বিতীয় কর, যার মাধ্যমে এই সমগ্র বিশ্ব স্বকরণরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

এইভাবে স্বেচ্ছায় চিত্তরূপ আধারে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুপ্তিরূপ ভূমিকায় আত্মা নৃত্যরত হওয়ার কারণে নটের মতো বলে পরিচিত।

এইভাবে নৃত্যরত যোগীর ভূমিকা গ্রহণের স্থান (রঙ্গভূমি) হল স্বয়ং অন্তরাত্মা জগদগুরু, যিনি এই জগৎরূপ নাটক পরিচালনা করছেন।

প্রেক্ষক ইন্দ্রিয়গুলি দর্শকস্থানীয় হয়,ধী (বুদ্ধি) তত্বচিন্তনজন্য ব্যপ্তিযুক্ত, তাই সত্বের স্ফুরণ ঘটে। এর ফলে অন্তঃপরস্পন্দের অভিব্যক্তি (অব্যক্ত) জন্মে। এই স্পন্দে নিহিত সিদ্ধিকে সত্বসিদ্ধি বলা হয়। এই সিদ্ধিযুক্ত যোগী স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। যেমন তিনি নিজের দেহে স্বাত্মানন্দ অনুভব করেন, তেমনই অন্য দেহেও সমানভাবে অনুভব করেন। এই অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীকে সাবধান থাকতে হবে, অর্থাৎ বিশ্বকারণরূপ বীজে চিত্তকে বারবার নিবদ্ধ করতে হবে।

সুখে নিমজ্জিত হয়ে পরাশক্তিতে সাবধান যোগী আসন হয়ে পরমানন্দরূপ সম্বিৎসন্ধিতে (হৃদয়ে) সুখে নিমজ্জিত ও তন্ময় হয়ে থাকেন।

স্বমাত্রা নির্মাণে সক্ষম ,আণবোপায় থেকে প্রাপ্ত শক্তাবেশের প্রভাবে যোগী শাম্ভব বিভব প্রাপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় স্বমাত্রা নির্মাণ করতে পারেন, অর্থাৎ বুদ্ধিক্রিয়া যুক্ত চিত্ত নির্মাণ করে তাকে দেখতে পারেন।

অবিনাশী বিদ্যার প্রকাশ হলে জন্মের জ্ঞান সহকারী ক্রিয়াহেতুক দুঃখময় শরীরাদি সমূহের বিনাশ ঘটে।

যখন যোগী শুদ্ধবিদ্যায় নিমজ্জিত হন, তখন তাকে মোহিত করার জন্য অনেক শক্তি আবির্ভূত হয়। এগুলির মধ্যে কবর্গাদি থেকে অধিষ্ঠিত মহেশ্বরী শক্তিগুলি তত্বসত্য ভূমিতে আবিষ্ট সত্য প্রমাতা। এগুলি তত্বশব্দানুবন্ধে মোহনের জন্য পশুমাতা নামে পরিচিত।

শুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্তির পরেও যোগীকে প্রমাদ করা উচিত নয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুপ্তি—এই তিন অবস্থায় স্থির করতে হবে। যেমন তেল ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি তুরীয়াকে মধ্যাবস্থাতেও ব্যাপ্ত করে তন্ময়তা বা স্থিত্ব লাভ করতে হবে।

একজন যোগীর শরীরিক ও মানসিক আসক্তি অতিক্রম করে পরম আনন্দে মগ্ন হতে হবে এবং মনকে আত্মজ্ঞান ও গভীর উপলব্ধিতে কেন্দ্রিত করতে হবে।

এইভাবে অনুষ্ঠানকারী যোগী প্রাণের বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রসারণে একাত্মতায় সংবেদন করেন। সকল অবস্থায় অভেদ হয়, তখন অদ্বৈতানুভব সম্পন্ন হয়।

যে যোগী তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়েও তুরীয়াতীত লাভ করে না, তার মধ্যস্থিত অবস্থায় কুৎসিত চিন্তার সৃষ্টি হয় এবং সে পতিত হয়।

মাত্রাসমূহে (পদার্থে) রূপাদি নামক বিষয়ে "আমিই এই সব" — এই প্রত্যয়ের পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করলে পূর্বোক্ত পতন থেকে রক্ষা পেয়ে তুরীয়ানন্দের পুনরাবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ, স্বপ্রত্যয়ের চিন্তন দ্বারা নষ্ট তুরীয়ানন্দকে পুনরায় উত্থাপন করতে হবে।

তুরীয় প্রভাবপ্রাপ্ত যোগী সচ্চিদানন্দঘন ভগবান শিবের সমান হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ, এই শরীরেই যোগশরীর দ্বারা দেহকলার বিলয় থেকে শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে। "নিরঞ্জনঃ পরম সাম্যমুপৈতি" — অর্থাৎ, নিরঞ্জন তত্বে তার পরম সাম্য হয়।

দিব্যভাবে অবস্থানকারী যোগীর শরীরে যে বৃত্তি বিদ্যমান, তা অনুসরণ করা উচিত। যা উপযুক্ত, তা-ই করা উচিত। উক্ত হয়েছে—
*"অন্তরুল্লসদচ্ছাচ্ছভক্তপীয়ূষপূর্ণপতিম্।

ভবত্পূজোপযোগায় শরীরমদ্য মে স্তু।"*

অর্থাৎ, অন্তরে উল্লসিত নির্মল ভক্তির যে অমৃতপূর্ণ পাত্র , তাহা তার ধারনকারী ঈশ্বর এর জন্য আমার শরীর আজ পূজার উপযোগী হোক।
এমন যোগীর বার্তালাপই জপকার্য হয়ে ওঠে, যিনি পরমভাবনায় নিমগ্ন থাকেন।

দান হল আত্মজ্ঞান। তিনি শিষ্যদের আত্মজ্ঞান দান করেন, কারণ তিনি সমর্থ। যা দেওয়া হয়, তাই দান।

মহেশ্বরী প্রভৃতি শক্তিগুলি এবং কবর্গাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের প্রভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তির ফলে শিবের বোধ হওয়ার সামর্থ্য জন্মায়। মহেশ্বরী প্রভৃতি শক্তিগুলির প্রভাব জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ এবং জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তির নিশ্চয়তার কারণ।

স্বশক্ত্যাত্মক সংবেদনের স্ফুরণাত্মক বিকাশই জগৎ। উক্ত হয়েছে—
"শক্তয়োঽস্য জগৎকৃত্স্নং শক্তিমাংস্তু মহেশ্বরঃ।"*
শক্তিপ্রচয় হল ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণরূপ বিকাশ, যা বিশ্ব নামে পরিচিত।

স্থিতি ও লয় তার মধ্যে, চিন্ময় অহংকারের স্থিতি এবং আত্মবিশ্রান্তিরূপ লয়ও তার মধ্যে ঘটে।

যে বিকাশ ও সংকোচ স্বশক্তির বিকাশ থেকে আত্ম চিত্তে জন্মে। এখানে এই সন্দেহ হতে পারে যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের পারস্পরিক ভেদ থেকে যোগীর স্বরূপে অন্যরূপ ভাব আসতে পারে। এর উত্তর হল, সৃষ্ট্যাদি ভাবগুলিতে প্রবৃত্ত হলেও যোগী স্বরূপে স্থিত থাকেন এবং জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় কখনও চ্যুত হন না।

অন্যলোকের মতো যোগীর সুখ-দুঃখ অনুভূত হয় না। তিনি নীল-পীতাদির মতো এগুলির দমন করেন। অজ্ঞানধারী শুভাশুভ দ্বারা কলঙ্কিত হয়, কিন্তু যার সংকোচ শেষ হয়ে গেছে, এমন যোগী সুখ-দুঃখের সাথে সম্পর্কিত হন না।

সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত এবং সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসা যোগী চিন্ময় 'কেবলী' নামে পরিচিত।

মোহ দ্বারা অজ্ঞান হয়ে যোগী , তাদাত্ম্য প্রাপ্ত সেই কর্মাত্মা সংসারী বলে পরিচিত হয় । উক্ত হয়েছে—
"অজ্ঞানৈকঘনো নিত্যং জন্তাগুভকলঙ্কিতঃ।"
মোহ (স্বকীয়াত্মা) দ্বারা সংহত হয়ে সেই তাদাত্ম্য প্রাপ্ত যোগী 'কর্মাত্মা' হয়ে ওঠে। অজ্ঞানে মত্ত হয়ে সে সংসারী হয়ে ওঠে এবং শুভ ও অশুভ দ্বারা কলঙ্কিত হয়।

দেহ-প্রাণাদিতে অহংকাররূপ ভেদের তিরস্কার থেকে শুদ্ধ চৈতন্যের আবির্ভাব হলে সর্গান্তরে কর্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ দেহকে অভিলাষিত বস্তুর নির্মাণের সামর্থ্য প্রাপ্তি ঘটে।

যেমন স্বপ্ন-সংকল্পে নিজ করণশক্তির দর্শন থেকে করণশক্তির অনুভব হয়, তেমনই নিজ অনুভব এ একাত্ম থাকলে যোগীর করণশক্তির অভিব্যক্তি ঘটে।

যোগী দৃঢ়ভাবনা থেকে স্বপ্ন-সংকল্পের মতো সৃষ্টি নির্মাণ করে। এই স্বতন্ত্র করণশক্তির মাধ্যমে যোগী জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুপ্তি—এই তিন পদকে নিবারণ করে অনুপ্রাণিত করেন। যদিও এই অবস্থায় তুরীয় পদ মায়ায় আচ্ছাদিত থাকে, তবুও বিষয়-ভোগাদির সুযোগে বিদ্যুতের মতো প্রভা দ্বারা উত্তেজিত হয়। অর্থাৎ, বিষয়ভোগের সুযোগেও সেই তুরীয় থেকে স্বয়ংকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

এই স্বতন্ত্র লক্ষণা শক্তি চিত্তস্থিতির মতোই শরীরের বাহ্য করণগুলি (ইন্দ্রিয় ও তাদের বিষয়) অনুপ্রাণিত করে এবং তন্ময় হয়ে যায়।

তুরীয়াবস্থায় স্থিত যোগীর যদি দেহপাত ঘটে এবং তার দেহে অহংকারের ভাবনা অবশিষ্ট থাকে, তবে অপূর্ণ মান্যতারূপ এই অভিলাষ থেকে জন্মজন্মান্তরে ভ্রমণশীল পশুত্বের কেবল বাহ্যগতি প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ বন্ধনের ব্যাধি অন্তরাত্মায় থাকে না।

সেই তুরীয়াবস্থার পরম পরামর্শে সংলগ্ন যোগীর অভিলাষ ক্ষয় হলে জীবত্বের বিনাশ ঘটে। তুরীয়াবস্থার জ্ঞানের পরামর্শে যুক্ত যোগীর অভিলাষ ক্ষয় হলে জীবত্বের নাশ ঘটে। তাই কেবল চিন্মাত্ররূপে তার স্ফুরণ ঘটে।

একজন যোগী পঞ্চতত্ব (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) থেকে মুক্তি পেয়ে, শিবের মতো পরম সত্যে পৌঁছান এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হন।

যদিও শিবত্ব অনুভব করা হয়, তবুও পঞ্চভৌতিক শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে প্রাণসম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে বজায় থাকে।

নাসিকার মধ্যস্থানে সংযাম দ্বারা প্রাণশক্তির চন্দ্র-সূর্য তত্ত্বাত্মক সুষুম্না পথে আত্মসংযম করলে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিতে নিরন্তর ধ্যাননিষ্ঠ যোগীজনের অন্তঃকরণের অন্তঃমধ্য ও প্রধান তত্ত্বের প্রতিরোধ ঘটে, অর্থাৎ তারা ব্রহ্মজ্ঞানী পদ প্রাপ্ত করেন। এমন মহান আত্মা সর্বজ্ঞ |

সেই যোগীজনেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত করে প্রতিদিন পরমানন্দের আনন্দ উপভোগ করতে করতে নিত্য চৈতন্য স্বরূপ হয়ে ওঠেন।